দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 12 NOV 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইংরেজী ভাষার

সমস্যা এবং তার সমাধান

অধ্যাপিকা নিলুফার আনাম কবীর

দেশের উন্নয়ন বহুবিধ ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এর মাঝে নিহিত রয়েছে নিজস্ব ভাষা এবং মানব গোষ্ঠীর অন্যান্য দেশের অন্যান্য ভাষাও। মাতৃভাষা অর্থাৎ নিজস্ব ভাষা রয়েছে প্রধান ভাষা হিসেবে। এরপরও থেকে যায় প্রশ্ন– কিভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভালভাবে Communicate অর্থাৎ যোগাযোগ করা যায়। তা সম্ভব হচ্ছে INTERNATIONAL Language অর্থাৎ ইংরেজীর মাধ্যমে। এ ভাষার দ্বারা পৃথিবীর যে কোন উন্নত আর অনুন্নত রাষ্ট্রে ভ্রমণ, বিদ্যার্জন, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পরিপূর্ণ বিধান, ব্যবসায়-বাণিজ্যে, চিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রচুর উন্নয়ন সম্ভব। দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইংরেজীর পারদর্শিতা নিঃসন্দেহে আমাদের অনেক দূর এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। এখন প্রশ্ন হল বর্তমানে ইংরেজীর অবস্থান কোথায়? এমনিভাবে মনে হবে, দেশের অধিকাংশ লোকই ইংরেজী রপ্ত করার নিরন্তর প্রয়াসে ব্যাপৃত। কেননা যেভাবে ইংরেজী স্কুল আর বিলেত-আমেরিকার কায়দা-কানুনে নিত্যনতুন বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে এতে চিন্তা নেই। এ যেন মরুভূমির মরিচিকার মতই মায়াময় বিশ্বে মায়াবী ধারণা। এতে আত্মতৃপ্তির তুলনায় প্রবঞ্চনাই বেড়ে চলছে। আসলে তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, আসল ব্যাপারটা খুবই অন্যরকম। এ সমস্ত জায়গায় মানুষের পদচারণা সীমিত। ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এছাড়াও ধনীদের সন্তানরা বিলেতে/আমেরিকায়/কানাডায় অবস্থান করছে ইংরেজী মাধ্যমে বিভিন্ন শিক্ষা-দীক্ষা লাভের প্রয়াসে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল না দেশের আপামর জনসাধারণের ক্ষেত্রে। স্কুলের শেষ ধাপে এবং তার আর এক ধাপ উপরে মহাবিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীতে এসে বহু ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজীর সাগরে ডুবে সলিল সমাধি বরণ করছে। উচ্চশিক্ষার জ্ঞানের সমুদ্রে প্রবেশ করার প্রয়াস এদের অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ অবস্থা শোচনীয় হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি দেশ ভারত। বহু জাতির বহু ভাষার সম্বলিত দেশ জ্ঞানের-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এদের নিরন্তর সাধনার প্রয়াস। এর মাঝে এরা স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ধাপ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজীকে গুরুত্ব সহকারে রপ্ত করার প্রয়াসে ব্যাপৃত। ইদানীং আমাদের দেশে Foreign Scholarship অর্থাৎ বৈদেশিক বৃত্তির পরিমাণ কমে গেছে ইংরেজীতে তেমন দক্ষতা না থাকার প্রয়াসে। একাদশ শ্রেণীর ফলাফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজীতে অকৃতকার্যতা, এমনকি দেশের সর্বোচ্চ মাস্টার ডিগ্রী ধারণ করেও দু'লাইন শুদ্ধ করে ইংরেজী বলতে বা লিখতে পারে না। এমনকি এরা ভালভাবে নিজের ভাষাও প্রকাশ করতে পারে না। ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায়, তদানীন্তন পাক-ভারত রাজ্যে ইংরেজ শাসনামলে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ ইংরেজী ভাষায় অদক্ষতা। এর মাঝে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস থেকে DEGREE-তে অর্থাৎ পাস কোর্সে ইংরেজী তুলে যে দুরবস্থা ঘটেছে, তা অকল্পনীয়। বহু ছাত্র-ছাত্রী খুশীতে বিভোর ছিল এরা তাদের সার্টিফিকেটেই। পরে দেখল ইংরেজী ঐচ্ছিক হিসেবে যারা নিয়েছে এরা পরবর্তীতে সুখের সন্ধান লাভ করেছে কৃতকার্যতার দিক থেকে। এখন অবশ্য শুভ বুদ্ধির উদয়ের ফলে বিএ অর্থাৎ Degree কোর্সে ইংরেজী বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ইংরেজী আমাদের ক্ষতির চেয়ে বহু উপকার করছে। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি আর সমৃদ্ধির পেছনে ইংরেজী সাহিত্যের যে অনেক অবদান রয়েছে– একথা অনস্বীকার্য। অনেকেই, যারা ইংরেজীর বিরুদ্ধে কথা বলেন তারা তাদের ছেলে-মেয়েদের বিলেত/আমেরিকায় রেখে উচ্চশিক্ষা দিচ্ছেন। এ আত্মপ্রবঞ্চনার সামিল। আর দেরী নয়, বহু দেরী হয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দী বিদায়ের পথে। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার সমস্যাগুলো বের করে এর সমাধানকল্পে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। শিশুশ্রেণী থেকে এর ভিত সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তুলতে হবে। একটি অট্টালিকার সৌন্দর্য আর তা দৃঢ়তা নির্ভর করে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মাঝে।

তেমনি শিশুশ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সময় মানসিক প্রস্তুতি এবং বিকাশ– বিশেষ করে ইংরেজী ক্ষেত্রে এ দিকটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য চাই গৃহ এবং বিদ্যালয়ে উভয়ের পরিবেশ। আমাদের দেশে ছোট-বড় অনেকের ক্ষেত্রে ইংরেজী ভীতির ব্যাপার লক্ষণীয়। সম্পূর্ণ জিনিস ভালভাবে জানা না থাকলে ভীতি সঞ্চার হওয়াটাই যে স্বাভাবিক। ইংরেজী পরীক্ষার সময় বহু ছাত্র-ছাত্রী ভয়ে পরীক্ষার হলে নার্ভাস হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে কৃতকার্যের সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। ইংরেজী ভাষায় সাবলীল জ্ঞান অর্জন করার বহুবিধ পন্থা আমাদের রয়েছে। শুধু প্রয়োজন ধৈর্য আর পরিশ্রমের মননশীলতা। স্রষ্টার ধরায় সবই সম্ভব। এর জন্য চাই জ্ঞানের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ আর সাধনা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইংরেজীর দিকে এগিয়ে যাওয়া, বন্ধুর মত এর সঙ্গে মেশা– এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য বিদ্যালয় এবং বাড়ীর অনুকূল পরিবেশের দরকার। যে কোন ভাষা শিখতে হলে দরকার চারটি বিষয়ের উপর জোর দেয়া, যেমন– LISTENING SKILL. (১) Listeeig skill অর্থাৎ মনযোগ সহকারে শ্রবণ করার দক্ষতা বাড়াতে হবে। আমি গভীর মনযোগের সঙ্গে শ্রবণ না করলে বুঝব কি করে অন্যের মনের ভাবকে, আর তার সঙ্গে Communicate অর্থাৎ উত্তর করব কি করে?

(২) এর পরে আসছে SPEAKING SKILL অর্থাৎ ভাষায় কথা বলা, ইংরেজী ভাষায় কথা বলার চর্চা।

(৩) তৃতীয়ত, হচ্ছে READING SKILL অর্থাৎ পড়া অনুশীলনের প্রচেষ্টা। ইংরেজীর বইগুলো ভাল করে বুঝে বুঝে রপ্ত করতে হবে। ইংরেজী হচ্ছে অংকের মত TECHNICAL COURSE. অংকের মত ইংরেজীরও ফর্মুলা বা গ্রামার রয়েছে। জানতেই হবে এর Rules and Regulation বা রীতি-নীতি। বইগুলো খুবই ভালভাবে মনযোগ সহকারে পড়তে হবে, কিছুই বাদ দেয়া যাবে না। প্রত্যেকটি TOPIC ভাল করে পড়ে, সমস্ত EXCERSIZE-গুলো সমাধান করতে হবে। (৪) চতুর্থত, WRITING SKILL-এ দক্ষতা বাড়াতে হবে। লিখতে হবে SPELLING MISTAKE অর্থাৎ বানান ভুল যেন না হয়, হাতের লেখা পরিষ্কার GRAMMATICAL SENTENCE কি-না লক্ষ্য করতে হবে। আমাদের দেশে READING এবং WRITING-এর দুটো SKILL-এর উপরে জোর দেয়া হয়। এর অকৃতকার্যতার কারণ এটিও। (চলবে)